

প্রথম খণ্ড
1 2 DEC 2025

রংপুর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পথে ব্যাগ

আরএফএলের পণ্য

প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ব্যাগের একটি চালান পাঠিয়েছে কোম্পানিটি। রংপুরের গঙ্গাচড়ার কারখানা থেকে এই চালান পাঠানো হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় শিল্পগ্রুপ আরএফএল এবার যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন ধরনের ব্যাগ রপ্তানি শুরু করেছে। সম্প্রতি রংপুরের গঙ্গাচড়ায় আরএফএলের নিজস্ব কারখানা থেকে ব্যাগের প্রথম চালান দেশটির উদ্দেশে পাঠানো হয়। ব্যাগগুলো এই কারখানায় উৎপাদিত হয়েছে। প্রথম চালানে ছিল চামড়াবিহীন উপাদানে তৈরি মেয়েদের হাতব্যাগ ও ট্রাভেল ব্যাগ।

বর্তমানে কানাডা, ইতালি, জাপান, মেক্সিকো, জার্মানি, কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়াসহ মোট ১০টি দেশে নিয়মিত ব্যাগ রপ্তানি করছে আরএফএল। গতকাল বৃহস্পতিবার তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। আরএফএলের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

আরএফএল গ্রুপ জানায়, ২০২৩ সাল থেকে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই ব্যাগ উৎপাদন ও বিপণন

করছে গ্রুপটি। বর্তমানে ট্রাভেলো ব্র্যান্ডের নামে লেডিস ব্যাগ, ব্যাকপ্যাক, ডাফল ব্যাগ, স্টোরেজ ব্যাগ, সফট লাগেজ, হার্ড লাগেজসহ বিভিন্ন ধরনের ব্যাগ উৎপাদন ও বাজারজাত করছে প্রতিষ্ঠানটি।

রংপুরের গঙ্গাচড়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে ২০২২ সালে ব্যাগ তৈরির কারখানা চালু করে আরএফএল গ্রুপ। তার আগে কারখানাটিতে শুধু বাইসাইকেল উৎপাদিত হতো। পরবর্তী সময়ে চামড়াবিহীন জুতা, ট্রাভেল ব্যাগ ও হাতব্যাগ উৎপাদনের নতুন নতুন ইউনিট চালু করা হয়। বর্তমানে গঙ্গাচড়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে ১ হাজার ৬০০ কর্মী কাজ করেন।

এ বিষয়ে আরএফএল গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আর এন পাল বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের মতো বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সফলভাবে প্রবেশ করতে পারা আমাদের জন্য অত্যন্ত সম্মানের ও গর্বের। আমরা মনে করি, যুক্তরাষ্ট্রে এই ব্যাগ রপ্তানি কার্যক্রমের মাধ্যমে আরএফএল বৈশ্বিক বাজারে নিজেদের অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে যাচ্ছে।'

আর এন পাল আরও বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রে যে ব্যাগ রপ্তানি করা হয়েছে, সেগুলো রংপুরের গঙ্গাচড়ায় আরএফএলের কারখানায় উৎপাদিত। আমরা বরাবরই বিশ্বাস করি শিল্পায়ন শুধু শহরকেন্দ্রিক হলে চলবে না। গঙ্গাচড়ায় এই প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করতে চেয়েছি, বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও বিশ্ববাজারের জন্য মানসম্মত পণ্য তৈরি করা সম্ভব। এবারে যুক্তরাষ্ট্রে আমরা লেডিস হ্যান্ডব্যাগ

রপ্তানি করেছি। ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী ভবিষ্যতে আরও নতুন বাজারে প্রবেশের পাশাপাশি মানসম্পন্ন পণ্য সরবরাহ অব্যাহত রাখা আমাদের লক্ষ্য।'

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পণ্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের ক্ষেত্রে পাল্টা শুল্ক আরোপ করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই শুল্ক আরোপের পর চীন থেকে বিভিন্ন ধরনের পণ্যের ক্রয়াদেশ সরিয়ে নিতে শুরু করেন মার্কিন ব্যবসায়ীরা। এর ফলে তৈরি পোশাক, জুতা, প্লাস্টিক পণ্যসহ বিভিন্ন পণ্যের বাড়তি ক্রয়াদেশ পেতে শুরু করেছে বাংলাদেশের শিল্পকারখানাগুলো। তার মধ্যে রয়েছে আরএফএল গ্রুপ। ইতিমধ্যে তারা বিভিন্ন পণ্যের বাড়তি ক্রয়াদেশ পেয়েছে। এমনকি রপ্তানিও শুরু করেছে। শুধু তা-ই নয়, বিভিন্ন পণ্যের মার্কিন ক্রয়াদেশ ধরতে দ্রুত বিনিয়োগও করছে শিল্প গ্রুপটি।

আশির দশকে যাত্রা শুরু করা প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ এখন দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠী। দেশের ৩০টি কারখানা তাদের পণ্যসামগ্রী উৎপাদন করছে। প্রাণ-আরএফএলের পণ্য বিশ্বের ১৪৮ দেশে রপ্তানি হয়। সব মিলিয়ে কাজ করেন প্রায় ১ লাখ ৭০ হাজার কর্মী। আর দেশের বাইরে কাজ করছেন ১০ হাজার কর্মী।

কোম্পানি সূত্রে জানা যায়, রংপুরের গঙ্গাচড়ার কারখানা ছাড়া আরএফএলের ব্যাগ তৈরির আরও একাধিক কারখানা রয়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম চালানে যেসব ব্যাগ যাচ্ছে, সেগুলো গঙ্গাচড়ার কারখানায় তৈরি।



Bangladesh's apparel exports can fetch \$122.01b by 2030 thru investing in climate adaptation

MONIRA MUNNI

Investing in climate adaptation can help Bangladesh fetch US\$122.01 billion in apparel exports by the year 2030 as a significant rise in heat waves and flooding in Dhaka over the last two decades severely impacted workers' health and factory outputs, according to a new study. "In 2030, Bangladesh is projected to earn US\$122.01 billion in apparel exports if the sector invests in climate adaptation," revealed the study of the Global Labor Institute (GLI) at Cornell University. It further said without adaptation measures, however, earnings could fall sharply to US\$95.35 billion, representing a 21.85 per cent loss. The study said the gap becomes far more pronounced by 2050 as, under an adaptive scenario, Bangladesh's apparel export earnings could reach an estimated US\$1038.22 billion. But without adaptation, earnings are projected to plunge to US\$328.11 billion—a remarkable 68.40 per cent loss of potential export earnings, according to the report. According to the study, Dhaka witnessed a significant 56.1 per cent rise in the average number of hot days

over 35 degrees Celsius during the last two decades causing severe and frequent heat waves and flooding directly impacting worker health and factory output. The joint study also predicted that Bangladesh's capital city might face 64.81 days above the moderate heat stress threshold of 30.5 degrees Celsius Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) by 2030, which by 2050 is further expected to soar to 104.48 days. For Chattogram—another major production hub—the projection is 50.10 days by 2030 and 84.86 days by 2050, according to the joint research findings titled 'The heat is on: how heat stress impacts the apparel industry, jobs and workers health'. The GLI analysed 20 years of climate data since 2005 in 23 apparel production centers across the world with on the ground experiences from the Better Work program—a collaboration between International Labour Organization (ILO) and the International Finance Corporation (IFC). The research found that over the past two decades, 17 of the 23 production centers recorded increases of more than 10 per cent in the average number of days with dangerously high temperatures of 35°C or more. It documented an upward trend in the frequency of

Frequent heat waves, flooding in two decades' impact worker health and factory output in Dhaka: ILO-GLI joint study

'heat stress waves'—defined as three or more consecutive days with outdoor temperatures above 30.5°C on the WBGT index. This heat has a measurable effect on productivity, as output for moderate effort in manufacturing is estimated to fall by an average of 1.5 per cent for every 1 degree Celsius increase above 25 degrees Celsius WBGT. The GLI analysis estimates the future impacts of climate change in key apparel production centers—Dhaka in Bangladesh, Phnom Penh in Cambodia, Karachi in Pakistan, and Hanoi and Ho Chi Minh City in Viet Nam, under two scenarios: one in which the industry works proactively to manage heat stress and intensified flooding, and another scenario of no-adaptation. The five locations were chosen because they account for 18 per cent of global apparel exports and have a combined apparel workforce of more than 10.6 million people. Under the no-adaptation scenario, the aforesaid four countries are projected to

forego a total of \$65.8 billion in potential export earnings by 2030, it said. This translates to a 22 per cent reduction in export earnings versus a climate-adaptive scenario. The industry would also generate nearly one million fewer new jobs across the four countries. Beyond the rising temperatures, climate change is also driving more intense flooding, a persistent hazard for the low-lying nation like Bangladesh. An analysis of the 30 heaviest rainfall days in Dhaka shows that average daily precipitation intensified from 41.5 mm (2005–2009) to 42.2 mm (2020–2024), peaking at 46.5 mm between 2015 and 2019. This water-related risk translates directly to business disruption including worst-case riverine flooding events ("once-in-a-century,") could impact approximately 27 per cent of manufacturing facilities across Bangladesh, with water inundation levels of 0.5 meter or more. Such disruptions not only

damage machinery and materials but also jeopardise workers' safety and their ability to commute to factories, according to the findings. The economic analysis of the impact is decisive, distinguishing sharply between scenarios with and without climate adaptation investments. Analysts, however, said the decline is driven by reduced worker productivity during extreme heat, more frequent flood-related disruptions, and increased damage to infrastructure and machinery. Bangladesh's apparel industry could lose more than a million future jobs by 2050 if rising heat and flooding continue unchecked, according to the ILO-IFC-Cornell GLI climate impact assessment. In 2030, the RMG industry is expected to have 4.83 million jobs under a climate-adaptive model while without adaptation measures, the number could fall to 4.58 million—a decline of 250,000 jobs, or 5.18 per cent. The gap widens significantly by 2050. The climate-adaptive scenario projects 6.31 million jobs in the sector, but the no-adaptation measures drop the figure to 5.05 million, meaning 1.27 million jobs will not materialise, equivalent to a

20.05 per cent loss in future employment opportunities, it showed. The report ranks workers in Bangladesh as the most climate-vulnerable among the 21 apparel production centers it studied. This extreme vulnerability is compounded by weak national capacity—the country has a high climate vulnerability score (0.55) but a low climate readiness score (0.28). This situation is exacerbated by below-average social protection coverage (22 per cent) and low average manufacturing wages (PPP\$389.11). Governments and regulators can set and enforce mandatory standards and brands and retailers can introduce voluntary standards for work hours, rest breaks, effort levels, and hydration based on indoor wet- and dry-bulb standards appropriate to the region, the report suggested. Its other recommendations include investing in climate adaptation and cooling systems and treating heat stress and floods as health hazards which would entitle workers to paid leave for these events, related illnesses and give workers the right to stop work, individually and collectively, without penalty or loss of income.

Munni_fe@yahoo.com

The Financial Express

12 DEC 2025



The Financial Express

1 2 DEC 2025

China to require export licences for some steel products

BEIJING, Dec 12 (Reuters):
China's Ministry of
Commerce said on Friday
that it would require export
licences for some steel
products from January 1,
2026.

The announcement came
after market talk of such a
move by Beijing the day
before.

Exports from the world's
largest steel producer have
been surprisingly resilient
since 2023.

Outbound shipments in the
first 11 months of 2025
jumped 6.7 per cent year-
on-year to 107.72 million
metric tons, keeping the
annual total on track to hit a
record high.

Robust steel exports have
helped to partly offset
faltering demand at home
due to a protracted property
market downturn.

But rising outflows of
Chinese steel products have
also triggered trade barriers
from a number of overseas
countries, which argue their
domestic manufacturers
have been hurt by the flood
of cheap Chinese products.



Exporters squeezed as Tk100cr betel-nut cargo stuck at Benapole for 2 months

TRADE - BENAPOLE

TBS REPORT

The delay is causing daily losses of around Tk3 lakh, they say

More than 150 betel-nut-laden trucks worth around Tk100 crore have been stuck at Benapole land port for almost two months, creating a severe bottleneck in outbound trade, exporters have said.

Due to the prolonged halt, exporters are being forced to pay around Tk3 lakh daily in penalties or truck charges – at a rate of Tk2,000 per truck per day.

Business leaders allege that delays in quality assessment and artificial complications on the Indian side at Petrapole port are disrupting exports. They warn that without swift action, exporters may face substantial losses.

Bangladesh is the world's second-largest producer of betel nut, and its high quality has driven strong demand in India. Data shows

• Over 150 betel-nut trucks stuck at Benapole

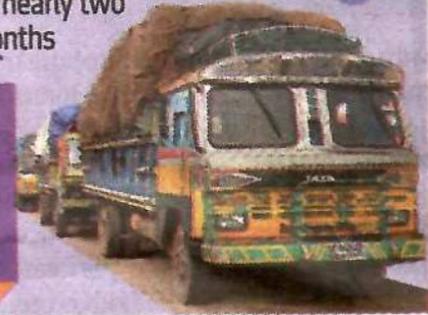
• Worth around Tk100cr

• Trucks stranded for nearly two months

• Exporters paying Tk3 lakh daily in charges

• Tk2,000 per truck per day

• Exporters warn losses will mount without action



that annual exports to India amount to roughly Tk700 crore.

In FY2024-25, Bangladesh's share in India's total betel-nut imports rose to 37% – nearly four times higher than the previous year.

Despite this booming trade, more than 150 trucks have remained stranded at Benapole, leading to port congestion and growing hardship for truck drivers.

Momin, a truck driver stranded with a consignment, expressed frustration. "It has been one month and 27 days. We are stuck here facing all kinds of problems. We suspect traders on the other side are intentionally delaying the unloading to control the betel-nut market through a syndicate," he said.

Ashrafal Islam, a representative of Auliya Enterprise, which handles export clearance, echoed the concern. "Officials at India's Petrapole port are delaying the release of goods, citing testing and other procedures. We are trying our best to get the consignments cleared quickly," he said.

Traders said that since 5 August last year, after the fall of the Awami League government, India has imposed a series of restrictions and conditions on exports from Bangladesh, causing export volumes to fall by nearly 30%.

Mostafizjoha Selim, office secretary of the Benapole, Customs C&F Agents Association, said disruptions in trade harm

both countries. "The governments of both nations must step in immediately to resolve this situation," he said.

He noted that India's restrictions have halted exports of several key products through Benapole, including jute and jute goods, garments, wooden furniture, and fruit juice.

However, a port official offered a different explanation. Abu Talha, deputy director of the Benapole Plant Quarantine Centre, said 10,650 tonnes of betel nut were exported to India through Benapole in the first five months of FY2025-26.

"The trucks reportedly facing delays are dealing with internal issues among traders," he said. "The consignments whose documents reach us are being cleared and entering India without delay."

He added that any betel-nut trucks with proper documentation would receive assistance for quick clearance.

Exporters, however, said that without urgent government intervention, it will be impossible to overcome the mounting financial losses.

